তারিখ 07 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

যুগান্তর

বিধিমালা জারির ঘোষণা

শিক্ষক হতে পারবেন না তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তরা

যুগান্তর রিপোর্ট

'তৃতীয় বিভাগ' প্রাপ্তরা আর শিক্ষক হতে পারবেন না। শিক্ষক হতে হলে এখন থেকে শিক্ষাজীবনের যে কোনো স্তরে সর্বনিম্ন দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। সরকার শিগগিরই এই বিধিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ এবং অর্থায়ন নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন উপলক্ষে শনিবার রাজধানীতে জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে একজন ছাড়া যোগদানকারী বাকি সব শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টরা শিক্ষক নিয়োগে উপরোক্ত বিধান প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। যে অংশগ্রহণকারী তৃতীয় বিভাগধারী গ্রাজুয়েটকে শিক্ষকতায় নিয়োগের পক্ষে মতামত দেন, অনুষ্ঠানের সভাপতির চেয়ার থেকে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান তার কাছে এর (তৃতীয় বিভাগ) পক্ষে যুক্তি ও ব্যাখ্যা দেয়ার আহ্বান জানান। অবশ্য তিনি তা দিতে ব্যর্থ হন। পরে হাত তুলে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত বাকি সবাই শিক্ষকব্যায় 'তৃতীয় বিভাগ' প্রাপ্তদের আর নিয়োগ না দেয়ার সুপারিশ সমর্থন করেন।

দেশে বর্তমানে প্রায় ১ লাখ নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরমধ্যে ৪০ হাজার প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের। আবার এই ৪০ হাজারের মধ্যে ৩৮ হাজারই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের। এই ৩৮ হাজারের মধ্যে প্রায় ২৮ হাজার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীকে তাদের বেতন-ভাতা বা এমপিও দেয় সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৬৪ ভাগেরও বেশি অর্থ চলে যায় এই খাতে। বিভিন্ন অনুসন্ধান আর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সরকার এত টাকা এমপিও বাবদ ব্যয় করলেও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে না। উপরন্তু সরকারের নীতি-নির্ধারকরা মনে করছেন, এমপিওর গোটা অর্থই অনর্থক ব্যয় হচ্ছে। এ নিয়ে খোদ আবুল মাল আবদুল মুহিত একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ বাস্তবতায় বিগত

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষক : হতে পারবেন না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একযুগে মাত্র দু'বার নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না হওয়ার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে, তার অন্যতম অযোগ্য ও অদক্ষ শিক্ষক। এই স্তরে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনেকেই আছেন যারা তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্ত। এসব শিক্ষকের অনেকেরই পরিস্থিতি এমন যে, শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে দেয়া সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ভাষা পর্যন্ত বোঝেন না বলে জানান মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রোগ্রামের (সেসিপ) যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক রতন রায়। এই বাস্তবতায় শনিবার যখন রাজধানীর নায়েম (জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি) মিলনায়তনে 'এমপিও এবং জনবল কাঠামো' নীতিমালা চূড়ান্ত করার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তখন সেখানে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি আলোচনায় আসে। এ সময় প্রস্তাবিত নীতিমালায় শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাজীবনে একটি 'তৃতীয় বিভাগ' গ্রহণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বেশ কয়েকজন। তখন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও প্রকাশ্য ভোটাভুটিতে যান। এ সময় শিক্ষা সচিব বলেন, 'মার্কেটে আমার এনাফ সাপ্লাই আছে। তাই আমি তৃতীয় শ্রেণী নেব কিনা, সেটা অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। আপনাদের মতামত পেয়েছি। আমরা আপনাদের মতামত পর্যালোচনা করব।' তিনি এ সময় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ নেয়া শিক্ষার্থীদের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা কম্পিউটার শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়েছি। সবচেয়ে দুর্বল হিসেবে পেয়েছি এদের। অনুরূপ অবস্থা অনেক লাইব্রেরিয়ানের। এখন দারুল ইহসান থেকে সনদ একটা জোগাড় করে এসে যদি কেউ শিক্ষক হন, তাহলে এমন তো হবেই। আসলে আমাদের ভাবতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কি ল্যাংড়া-লুলা বানাব কিনা। এটা ভাবনায় রেখেই শিক্ষক নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। কেননা, ডিজাস্টার (ধ্বংস) যা হওয়ার হয়ে গেছে, আর হতে দেয়া উচিত নয়।'

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব। মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। তিনি মোট ৬৯ পৃষ্ঠার প্রস্তাবিত নীতিমালা ও এর প্রধান দিক উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ, রুখসানা মালেক, যুগ্ম সচিব রুহী রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

প্রস্তাবিত নীতিমালা পাস হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরও অন্তত ১ লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর নতুন করে চাকরির সংস্থান হবে। এতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তবে এরপরও মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিতে বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে আরও শিক্ষক নিয়োগের দাবি করা হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিষয়ে ১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। প্রস্তাবিত নীতিমালায় দু'জন করা হয়েছে। এই দু'জনের একজন পদার্থ, রসায়ন, উচ্চতর গণিত পড়াবেন, আর অপরজন জীববিজ্ঞানসহ অন্য বিষয় পড়াবেন। তবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একজন করে নিয়োগের সুপারিশ করেন।

অনুষ্ঠানে এভাবে নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাতে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ, যেসব বিদ্যালয় এমপিও নেয়, সেগুলোকে প্রাইভেট-মোডে (প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মত ফি-বেতন নেয়া) চালানো বন্ধের পদক্ষেপ নইলে এমপিও দেয়া স্থগিত, মানবিকে আরও একজন করে শিক্ষক নিয়োগ, সম্মান শ্রেণীর কলেজে তৃতীয় শিক্ষককে এমপিও প্রদান, অনার্স-মাস্টার্স কলেজ ও মাদ্রাসায় এমপিও প্রদান, অধ্যক্ষ পদে নিয়োগে উপাধ্যক্ষ হিসেবে ৩ বছরের শর্ত বাতিল, কৃষি শিক্ষার জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে জীববিদ্যার শিক্ষককে তা পড়ানোর ব্যবস্থা, মাধ্যমিকে বিজ্ঞানে ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রদর্শক নিয়োগ, কলেজে বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শক নিয়োগ, এমপিও বাতিলের বিষয়টি আইনগতভাবে আরও শক্ত করা (যাতে আদালতে মামলায় জেতা যায়), কোনো অপরাধে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এমপিও বাতিল হলে কেবল স্থিতাদেশ বা জামিন নিয়েই এমপিও পাওয়ার রাস্তা বন্ধ, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শিক্ষা ও আরবি বিষয়ের গ্রাজুয়েটদেরও সুযোগ দান, এমপিও পেতে প্রতিষ্ঠানের পাসের হার ৭০-এর পরিবর্তে ৫০ শতাংশ নির্ধারণ, প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক এবং সহকারী থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিতে অনুপাত প্রথা বাতিল ও এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা বা উচ্চতর ডিগ্রি প্রথা প্রবর্তনের পাশাপাশি অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন, প্রতি ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে বাংলা-ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ, কারিগরি ও মাদ্রাসায় পিয়ন-আয়া বৃদ্ধি, স্কুল ও মাদ্রাসায় যথাক্রমে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের শিক্ষকদের এমপিও প্রদান বা ধীরে ধীরে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধীনে ছেড়ে দেয়া, স্কুল-মাদ্রাসা অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত নির্ধারণে শিক্ষানীতির প্রস্তাব অনুসরণ, এক ব্যক্তি এক ইনডেন্ট চালু, বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালা তৈরি, এসিআর প্রথা চালু ইত্যাদি প্রস্তাবগুলো আসে।

সবার বক্তব্য শোনার পর শিক্ষা সচিব বলেন, আমরা আপনাদের কথা শুনেছি। এগুলো নিয়ে আমরা এখন কাজ করব। এএস মাহমুদ বলেন, শিক্ষকের যেসব পদ নতুন সৃষ্টির প্রস্তাব আমরা করেছি, তা যাতে পাস হয়—সেগুলো থাকবে। পাশাপাশি নতুন প্রস্তাবনায় আজ যা পেয়েছি, তাও রাখার চেষ্টা করব। নইলে আমাদের মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত বা শিক্ষাকে যেখানে নেয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছি, তা অর্জন করতে পারব না। রুহী রহমান বলেন, পদ সৃষ্টির সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জড়িত। তাই প্রস্তাবিত সব পদ যাতে প্রবর্তন করা যায়, সে জন্য অর্থের মন্ত্রণালয়কে বোঝানোর চেষ্টা করব।